বিশেষ সংখ্যা

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION FUTURE IS HERE

DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT

বর্ষ ০৬
সংখ্যা ০১
মার্চ ২০২২

আইসিটি নিউজলেটার

বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে ‘২০৪১ সৈনিকরা’ প্রস্তুত: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফটওয়্যার তৈরীতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সাফল্যে আশা ব্যক্ত করে বলেছেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান নিয়ে ‘২০৪১ এর সৈনিকরা’ প্রস্তুত। তিনি উল্লেখ করেন, তাঁর সরকার ডিজিটাল ডিভাইস রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক খাতকে ছাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আজকে থেকে বলতে পারি আর কোন দুশ্চিন্তা নাই। প্রযুক্তি শিক্ষায় এবং জ্ঞান ভিত্তিক যে সমাজ আমরা গড়তে চাই- আমাদের দেশটা সে পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং ইনশাল্লাহ অবশ্যই বাংলাদেশ ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার সৈনিকরা প্রস্তুত হয়েছে।’

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১২ই ডিসেম্বর, ২০২১খ্রি. দুপুরে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২১’ উদ্‌যাপন এবং ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন। তিনি গণভবন থেকে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আইসিটি মন্ত্রণালয় আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের সাহায্যে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। ভার্চুয়ালি আইসিটি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। অর্থাৎ রূপকল্প ২০২১ এর যে চিন্তা চেতনাগুলো ছিল, লক্ষ্যগুলো ছিল সে লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে হবে। আর সেই ভবিষ্যতের জন্য আমাদের যারা নতুন প্রজন্ম তাদেরকেও প্রস্তুতি নিতে হবে। অনুষ্ঠানে অ্যাপ বানিয়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পুরস্কার পাওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও কিন্তু তাদের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে অনেক কিছু আজকে তৈরি করছে। বাংলাদেশের জনগণ সেই সেবাটা পাবে, পাচ্ছে এবং তাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ হচ্ছে। তিনি বলেন, আজকের শিশুদের মেধা ও মনন বিকাশে তাঁর সরকার যে সুযোগ করে দিয়েছে, ডিজিটাল বাংলাদেশ না হলে তা সম্ভব ছিলনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যে মেধা রয়েছে সেটাকে বের করে নিয়ে আসা এবং সেটাকে দেশের কাজে লাগানোই তাঁর সরকারের লক্ষ্য। সেক্ষেত্রে সরকার সত্যিই অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে।

পুরস্কার প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশেষ করে এই ছোট্ট শিশুদেরকে পুরস্কার পেতে দেখে আমার মনটা ভরে গেল এইজন্য যে, ২০৪১ সালের বাংলাদেশ উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হবে। তাদের দিয়ে সেই বাংলাদেশটা হবে আজকে এই পুরস্কার দেওয়ার মধ্য দিয়ে তা সুস্পষ্ট হয়েছে। আমাদের নতুন প্রজন্মের অনেকে পুরস্কার পেল এবং তাদের মেধা বিকাশের একটা সুযোগ হলো, আমার এখন আর কোন দুশ্চিন্তা নাই।

অনুষ্ঠানে আইসিটি খাতে অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার’ প্রদান করা হয়। সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে আলাদাভাবে তিনটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে মোট চব্বিশটি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ এবং নগদ অর্থের চেক বিজয়ীদের হাতে তুলে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদেরকেও পুরস্কৃত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সুরক্ষা'র (সুরক্ষা অ্যাপ) প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে সেরা দলের দলনেতা হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

কিশোরগঞ্জে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও ইনফো সরকার-৩ প্রকল্পের সার্ভার রুম পরিদর্শন করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আজ আইসিটি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার ছয়সুতি ও রামদী ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপিত ইনফো সরকার-৩ প্রকল্প ও কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সার্ভার রুম এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কার্যক্রম ও ছয়সুতি ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন করেন।

প্রতিমন্ত্রী শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে আইসিটি বিষয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। তিনি বিশ্বজয়ের হাতিয়ার ল্যাপটপের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তি জ্ঞান আহরণ করে আগামী দিনের নতুন নতুন প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেদের প্রস্তুত করতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বান্দরবানে আইটি ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

বান্দরবানে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে বান্দরবান সদরের সূয়ালকে এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। এতে সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি বলেন, ‘তরুণদের কর্মসংস্থানের নতুন ঠিকানা হচ্ছে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার। দেশের ৬৪টি জেলায় প্রকল্পটির কাজ শেষ হলে প্রতি বছর লক্ষাধিক তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারব। শিক্ষার্থীরা সনদমুখী, বিদেশমুখী এবং ঢাকামুখী হবে না। জেলায় জেলায় প্রযুক্তি নির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।’

মন্ত্রী বীর বাহাদুর বলেন, ‘এ ট্রেনিং সেন্টার পাহাড়ের তরুণ প্রজন্মের বেকারত্ব ঘুচাবে। পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য শান্তি চুক্তি করেছিল, এখন পার্বত্যবাসীর ভাগ্যের উন্নয়নে নানামুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।’

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ ইমাম আলী, বান্দরবান ৬৯ পদাতিক রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জিয়াউল হক, জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, পুলিশ সুপার জেরিন আখতার, পৌর মেয়র ইসলাম বেবী, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেই সকল শহিদকে যাঁরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। বিনম্রচিত্রে স্মরণ করছি সকল শহিদকে, স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাঙালি জাতির স্বতন্ত্র পরিচয়বাহী রক্তলাল খচিত সবুজ পতাকা। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেই সকল মা বোনদের যাঁদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে এই দেশ স্বাধীনতার সূর্য স্পর্শ করেছে। স্মরণ করছি সেই সকল বীর সেনানী, যাঁরা অসীম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের উপহার দিয়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর জন্ম না হলে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীন হতোনা।

জাতির পিতা নিজ গুণে, সক্ষমতায়, সাহস ও মেধার অসাধারণ দীপ্তিতে এবং আন্দোলন সংগ্রামের কণ্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বাঙালির জাতির কণ্ঠস্বর হিসেবে। জেল, জুলুম, অত্যাচার-কিছুই তাঁকে বাঙালির মুক্তির স্বপ্নযাত্রা হতে বিরত রাখতে পারেনি। এ জাতির অধিকার ও মুক্তির নতুন দিগন্তের সন্ধান তিনি দিয়েছেন তাঁর ডাকেই বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে। আরাধ্য সোনার বাংলা গঠনে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশকে ধ্বংস স্তূপ হতে জাগিয়ে দ্বিতীয় বিপ্লবের স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে আজ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ হয়েছে মধ্যম আয়ের দেশ। ২০৩০ সালে বাংলাদেশ হবে টেকসই উন্নয়নশীল দেশ। ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে উন্নত দেশ।

+৮৮-০২-৪১০২৪০৭১
+৮৮-০২-৫৫০০৬৮৮২
+৮৮-০১৭১১ ১৬৬৩২৮
doictnewsletter@gmail.com
jahedi6076@gmail.com
www. doict.gov.bd

আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি শেখ হাসিনার দারিদ্র বিমোচন মডেল

জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি

একটি দেশ কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বেড়ে ওঠে তখনই যখন রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও নীতিতে স্থান পায় নাগরিকের দায়িত্বভার গ্রহণের বিষয়। এসব পরিকল্পনা ও নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকতর দায়িত্ব নিতে শুরু করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে ১০ মাসের মধ্যে একটি সংবিধান উপহার দেন। এ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' শীর্ষক অধ্যায়ের ১৫ এর 'ঘ' অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন।' এ থেকে বোঝা যায় জনগণের প্রতি বঙ্গবন্ধু কতোটা প্রতিশ্রুতিবান ও দায়বদ্ধ ছিলেন। তাঁর সারাজীবনের রাজনীতি ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আর তাই একটি দেশ কীভাবে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বেড়ে উঠবে তাও তিনি সংবিধানের বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে এমনি মহৎ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে তিনি নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন এবং বাস্তবায়নও শুরু করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালীর (বর্তমান লক্ষীপুর জেলা) রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা গ্রামে ভূমি ও গৃহহীন অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করেছিলেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তিনি। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে তাঁর সরকারের গৃহীত প্রায় সব উদ্যোগই বাতিল করা হয় অথবা ফাইল বন্দী করে রাখা হয়।

বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে বাংলাদেশের কল্যাণ রাষ্ট্র ও দারিদ্র বিমোচনের পথে যাত্রা শুরু হয় নব্বইয়ের দশকে। দীর্ঘ ২১ বছরের সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে দেশের জনগণ জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রাখে। ওই বছর ২৩ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর পরিকল্পনা ও নীতিতে স্থান পায় সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়গুলো। মূলত সেই সময় থেকেই রাষ্ট্র নাগরিকের কল্যাণে অধিকতর দায়িত্ব নিতে শুরু করে। গৃহহীণ ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য আশ্রয়ণ, ঘরে ফেরা, একটি বাড়ি, একটি খামার, বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতার মতো কর্মসূচিগুলো চালু করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেয়েদের জন্য বৃত্তি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনা মূল্যে বই বিতরণ শুরু হয়। তবে লক্ষনীয় যে, দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে ২০০৯ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ এর মূল উপজীব্য হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন শুরু হলে। সুনির্দিষ্ট সময়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নির্ধারিত থাকায় পরিকল্পনা ও নীতিতে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয় অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা ও সুবিধার মাত্রা আরও সম্প্রসারণের ওপর। টানা তিন মেয়াদে সরকার পরিচালনার অভিযাত্রায় সমাজের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীকে লক্ষ করে নতুন নতুন কর্মসূচি যোগ হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রার বাংলাদেশ' নির্বাচনী ইশতেহার দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে অসমান্য দলিল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ ইশতেহার বাস্তবায়নে সরকার একদিকে অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যে গ্রহণ করে নানামুখী প্রকল্প, অন্যদিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এগিয়ে নিতে দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি বৃদ্ধি করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে এতটাই সম্প্রসারিত করেছেন যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের অধীনে দেশে কাজের বিনিময়ে দুস্থ ভাতাসহ ১২৩টির মতো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চলছে। এতে বাজেট বরাদ্দ রয়েছে প্রায় ৯৫ হাজার ৫শ' ৭৪ কোটি টাকা, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় আড়াই শতাংশের বেশি। বর্তমান সরকারের নানা উদ্যোগের সাথে সর্বশেষ উদ্যোগ সর্বজনীন পেনশন স্কীম চালুর উদ্যোগটি সর্বমহলে সমাদৃত হচ্ছে। তিনি দেশের মানুষকে নিয়ে কতোটা ভাবেন এটা তার প্রমাণ। সব শ্রেণি পেশার মানুষকে পেনশনের আওতায় নিয়ে আসার এক অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তিনি। গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার কীভাবে দেশের অসহায় ছিন্নমূল মানুষের জন্য কাজ করছেন তাঁর অসংখ্য নজির ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের কথাই ধরা যাক। একটি গৃহ কীভাবে সামগ্রিক পরিবার কল্যাণে এবং সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হতে পারে তার অনন্য দৃষ্টান্ত আশ্রয়ন প্রকল্প। সর্বশেষ অগ্রগতিসহ ব্যারাক ও একক গৃহে এ পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৬শ ৮ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এ থেকে বাদ যায়নি ক্ষুদ্র ণৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মানুষও। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ণৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীভুক্ত ৪ হাজার ৮শ ৩২ পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ে বসবাসরত ৮ হাজার ১শ ৬ পরিবারকেও গৃহ প্রদান করা হয়েছে। তাদের পেশা উপযোগী প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির প্রভাব কতোটা তা রংপুর অঞ্চলের দুঃখ মঙ্গা দূর হওয়া থেকেই উপলব্ধি করা যায়। এক সময়ের ঐ অঞ্চলের মানুষের কাছে মঙ্গা ছিল অভিশাপ। আশ্বিন থেকেই শুরু হয়ে যেত অভাব। থাকত অগ্রহায়ণের শুরু পর্যন্ত। এই আকালকে রংপুরে স্থানীয় ভাষায় বলা হতো মঙ্গা। প্রতিবছরই এ অঞ্চলে মঙ্গার কবলে পড়ে মানুষ কচু-ঘেঁচু খেয়ে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করত। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে দারিদ্র্য-বিমোচন কর্মসূচি যেমন চরাঞ্চলে বিভিন্ন ফসল ও সবজির আবাদ করা, বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, ঘরে ঘরে কারুপণ্য গড়ে উঠা ইত্যাদি কারণে পাল্টে গেছে দৃশ্যপট। অভিধানে 'মঙ্গা' থাকলেও বাস্তবে এটি আর নেই।

ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় আর্থ-সামাজিক ব্যবধান কমিয়ে আনা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এগিয়ে নিতে মেবাইল ব্যাংকিং সেবা বহির্ভুত অধিকাংশ (প্রায় ৬০ শতাংশ) মানুষকে (যাদের আবার অধিকাংশই গ্রামের মানুষ) ব্যাংকিং সেবার অন্তর্ভুক্ত করেছে। ১০ বছর আগে চালু হওয়া মোবাইল ব্যাংকিং খাতে নিবন্ধিত গ্রাহকের সংখ্যা ৯ কোটি ৬৪ লাখ এবং ২০২১ সালের এপ্রিলে লেনদেন হয় ৬৩ হাজার ৪শ' ৭৯ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসসূচির আওতায় মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে সরাসরি ৮৮ লাখ ৫০ হাজার ভাতাভোগীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ভাতাভোগীদের মধ্যে রয়েছে ৪৯ লাখ বয়স্ক মানুষ, ২০ দশমিক ৫০ লাখ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা এবং ১৮ লাখ প্রতিবন্ধী। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে প্রতিবন্ধী, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসরদের।

বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০৪১ ঘোষণা করে তার বাস্তবায়ন শুরু করেছেন। এ রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। একই সময়ে একটি দারিদ্র শূন্য দেশ উপহার দেওয়া। 'রূপকল্প ২০৪১'কে নীতিমালা ও কর্মসূচিসহ একটি উন্নয়ন কৌশলে রূপান্তরের জন্য এ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ দলিল মূলত ২০৪১ সালের মধ্যে এক সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ অর্জনে সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের একটি কৌশলগত বিবৃতি এবং তা বাস্তবায়নের পথ-নকশা। চারটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, যেমন- সুশাসন, গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত এ পরিকল্পনার সুফলভোগী হবে জনগণ এবং এরাই হবে প্রবৃদ্ধি ও রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রধান চালিকাশক্তি।

দারিদ্র্যশূন্য দেশ গড়তে প্রবৃদ্ধিকে হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দারিদ্র্য নিরসনমূলক। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সাথে সঙ্গতি রেখে দারিদ্র্য নিরসনের অভীষ্ট হল: ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম পর্যায়ে (৩% বা এর নিচে) নিয়ে আসা। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করা হবে। কর্মসন্ধানী নাগরিকদের কাজ থেকে আয়ের ব্যবস্থা এবং বয়স ও দৈহিক কারণে কর্মক্ষম নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা প্রদান করা হবে। বেকারত্ব অতীতের বিষয় বলে গণ্য হবে। অন্যান্য উচ্চ আয়ের অর্থনীতির মতো দারিদ্র্য হয়ে পড়বে একটি আপেক্ষিক ধারণা মাত্র। এ রকম পরিস্থিতিতে যারা দরিদ্র বিবেচিত হবে তাদেরও অন্তত খাদ্য চাহিদা মেটানোর পর জীবনধারণের ন্যূনতম সামগ্রী কেনার মতো পর্যাপ্ত আয় থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দারিদ্র বিমোচন মডেল বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তাঁরই নেতৃত্বে বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বেড়ে উঠছে। গণমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নের কারণে বাংলাদেশ একদিকে উন্নয়ন অভিযাত্রায় গৌরবময় অধ্যায় পার করেছে, অপরদিকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণে একের পর এক কর্মসূচির বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাসে অভাবনীয় উন্নতি হচ্ছে। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের আগেই দেশ হবে দারিদ্র শূন্য।

লেখক: প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

২০২৫ সাল নাগাদ আইসিটি খাতে ৩০ লাখ কর্মসংস্থান: পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তিতে আগামী দিনে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দেবে। আমরা ২০২৫ সাল নাগাদ আইসিটি সেক্টরে অন্তত ৩০ লাখ তরুণ-তরুণীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবো। এছাড়া ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় করতে হবে। বর্তমানে ১৩ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, আর ২ হাজার ১০০টি ডিজিটাল সেবার আওতায় এসেছে। এ তারুণ্য এবং প্রযুক্তির শক্তি কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।

গত ১৩ মার্চ দুপুরে নাটোরের সিংড়া উপজেলা, পৌর ও কলেজ ছাত্রলীগের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী

বলেন, প্রতিটি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীকে জ্ঞানভিত্তিক রাজনীতিক চর্চা করতে হবে। অস্ত্র দিয়ে নয়, অর্থ দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর মন জয় করে বঙ্গবন্ধুর আর্দশ বাস্তবায়ন করতে হবে।

উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খালিদ হাসানের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়। এছাড়া প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য। এছাড়া বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন নাটোর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ফরহাদ বিন আজিজ, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম শাহিন।

একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন; অসামান্য অর্জন

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত বাংলাদেশের। আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল ভিত তিনিই গেঁথে দিয়েছিলেন ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ অর্জনের মাধ্যমে। তাঁর হাতেই ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়; প্রতিষ্ঠিত হয় বিসিএসআইআর। প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নে জাতির পিতার দূরদর্শিতা বোঝা যায় ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে দেয়া ঐতিহাসিক বাংলা ভাষণ থেকে। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের লক্ষ্য স্বনির্ভরতা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে।" তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও বেকারত্বমুক্ত একটি সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা'র। প্রযুক্তিবান্ধব এ বিশ্বনেতা যে 'সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন তারই আধুনিক রূপ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আইসিটি খাতে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন- কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রীসহ মোবাইল ফোন-এর শুল্ক হ্রাস করা; মোবাইলের কলচার্জ কমানো ইত্যাদি উদ্যোগ জাতির পিতার উন্নয়ন দর্শনের ব্যতিক্রম কোন ঘটনা নয়। মূলত: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-ভিত্তিক উন্নয়নের স্বপ্ন তিনি তখনই দেখেছিলেন, যা প্রকাশ পেয়েছে পরে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-ভিত্তিক উন্নয়নের স্বপ্ন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রকাশ পায় ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে। ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় এসেই দেশকে উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যার মধ্যে ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের পরিকল্পনা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার যা 'দিনবদলের সনদ' নামে পরিচিত তাতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়। শুরুতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নিয়ে বিভিন্ন মহল বিরূপ মন্তব্য করলেও ধীরে ধীরে সকলেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তাঁরই পুত্র মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে আজ বাস্তবায়িত। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর কোনও অলীক স্বপ্ন নয় বরং বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' তথা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তিমূল।

বিগত ১৩ বছরের প্রচেষ্টায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এখন পরিপূর্ণ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। এ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হবে ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নের ভিত্তিমূল। সবার জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি, আইটি খাতের মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট বাস্তবায়ন এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন দেশের আইটি খাতের এই চারটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু সময়োপযোগী আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, কৌশলপত্র, গাইডলাইনের উপর ভিত্তি করে। মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আইটি খাতে বিপুল জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্তায়নসহ সময়োচিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে স্তম্ভগুলি প্রতিনিয়ত শক্তি অর্জন করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ শুধু দেশে নয়, সারা বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে; এবং আমরা সবাই ডিজিটাল বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক।

২০০৮ সাল পর্যন্ত ইন্টারনেট সুপার হাইওয়েতে সংযুক্ত হতে না পারার কষ্ট থেকে উঠে এসে দেশ ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত সারাদেশে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি খাতে বিশাল উন্নয়ন সাধন করতে পেরেছে। যা এখন অনেক দেশের জন্য অনুকরণীয়। রাজধানী, জেলা, উপজেলা ছাড়িয়ে ইউনিয়ন পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ৩৮ শতাধিক ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক কেবল লাইনের মাধ্যমে ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা, দ্বীপাঞ্চল, হাওর, বিল কোনটাই বাদ পরছে না ফাইবার অপটিক কেবল সংযোগ থেকে। সংযুক্ত করা হচ্ছে গ্রামকে। সারাদেশে মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা সাড়ে ১৭ কোটির উপরে। গ্রামে বসে সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাচ্ছে। দেশ আজ পরামাণু শক্তিধর রাষ্ট্র তালিকায় উন্নীত হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

মানননীয় প্রধানমন্ত্রী স্কুল, কলেজের পাঠ্যক্রমে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অগ্রসরমান তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে সংগতি রেখে নতুন নতুন কোর্স চালু করছে। খোলা হয়েছে দেশের প্রথম ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়'। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থাপন করা হচ্ছে 'আইটি ইনকিউবেশন এন্ড ট্রেনিং সেন্টার'। এ পর্যন্ত ৪১৭৬টি স্কুল/কলেজে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আরও ৫০০০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরবর্তিতে আরও ১০ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হবে। দেশের ৬৪টি জেলায় স্থাপন করা হচ্ছে 'শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেশন এন্ড ট্রেনিং সেন্টার'।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের ধারা অনুধাবন করে গবেষণা ও উদ্ভাবন বৃদ্ধিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI), ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), ব্লকচেইন, রোবোটিকস, বিগ ডাটা, মেডিক্যাল স্ক্রাইব, সাইবার সিকিউরিটি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ ও আইসিটি বিষয়ে মোট ২০ লক্ষের অধিক জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে আইওটি, রোবটিক্স, ডাটা-এনালাইটিক্সসহ বিভিন্ন খাতকে। এসব খাতে ইতোমধ্যে ২৮ হাজার ৫০০-এর অধিক জনকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

করোনাকালীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়ন ও যুগোপযোগি করতে আইসিটি বিভাগের সহায়তায় শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম যেন থেমে না যায় সেজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং কারিগরি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে তা সংসদ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্প্রচার করা হয়েছে। শিক্ষক/শিক্ষার্থীরা যুক্ত হয়েছেন অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে। "এডুকেশন ফর নেশন"-এর মাধ্যমে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার জন্য সংযুক্ত করা হয় বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠ'। যে কেউ যেকোনো বিষয়ের ওপর এখানে শিক্ষালাভ করতে পারেন। এছাড়াও বাংলা টু আইপিএ কনভার্টার সফটওয়ার 'ধ্বণি'-এর 'পরীক্ষামূলক সংস্করণ' এবং 'ভাষা-প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রযুক্তি' প্ল্যাটফর্ম www.bangla.gov.bd উন্নয়ন করা হয়েছে। গবেষণা হচ্ছে ব্লেন্ডেড শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন নিয়ে। তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন আমাদেরকে বৈশ্বিক পালাবদলের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহযোগিতা করছে।

দেশের আইসিটি সেক্টরকে শক্তিশালীভাবে গড়ে তুলতে গবেষণা ও উদ্ভাবনী খাতের উন্নয়নের জন্য সেন্টার ফর ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশন প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এ ধরণের গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে অ্যাডভান্সড ম্যাটেরিয়ালস, ক্লাউড টেকনোলজি, অটোনোমাস ভেহিকল, সিনথেটিক বায়োলজি, ভার্চুয়াল/অগমেন্টেড রিয়েলিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবট, থ্রিডি প্রিন্টিং ও ইন্টারনেট অব থিংকস বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালনা করা যাবে। এ ধরণের পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তিগত অবকাঠামো আরও মজবুত ও সুদৃঢ় হবে যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সরকারি সকল গুরুত্বপূর্ণ অফিসে নিজস্ব তথ্য বাতায়ন প্রস্তুত ও তথ্য প্রকাশের চর্চা শুরু করা হয়। এখন সারাদেশের ৫২ হাজার অফিসের তথ্যাদি জাতীয় তথ্য বাতায়ন থেকে পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ পোর্টাল জাতীয় তথ্য বাতায়ন থেকে প্রতিদিন প্রায় ১০ লক্ষ তথ্য-সেবা দেয়া হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর দেশের ৪,৫৪৭ ইউনিয়নে একযোগে উদ্বোধন করেন 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র, যা বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) নামে পরিচিত। এসব সেবাকেন্দ্রে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ধরণের সেবা পাওয়া যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণার্থে প্রতিটি ডিজিটাল সেন্টারে একজন পুরুষের সাথে একজন নারী উদ্যোক্তা রাখাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে ৮ হাজারের অধিক ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় ২০০ ধরণের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এক হাজারের অধিক সরকারি সেবাকে অনলাইন সেবার আওতায় আনা হয়েছে। সরকারি কাজে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কমাতে ই-নথির মাধ্যমে প্রায় ১১ হাজারের অধিক সরকারি অফিসের দেড় কোটির বেশি ফাইলের নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

দেশে ৩৯টি হাই-টেক/সফটটেক পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। যার ৮টিতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছেন। এখন পর্যন্ত ১২০টি প্রতিষ্ঠানের ৫৭০ কোটির অধিক টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে সরকারি নীতি ও আর্থিক সহায়তায় দেশে স্টার্টআপে বিনিয়োগ ৫০০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। এসব বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে এবং নতুন কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই এসব খাতে এখন পর্যন্ত ২০ লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, যা কর্মবাজার হিসাবেও বিরাট অংশের যোগান দিচ্ছে। লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৭৭ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা ফ্রিল্যান্সিংসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন। দেশে আইটি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম বিকাশে ইনোভেশান ডিজাইন ও এন্ট্রোপ্রিনিউরশিপ একাডেমি (আইডিয়া) প্রকল্প থেকে এ পর্যন্ত ২৬১টি স্টার্টআপকে বিভিন্ন পর্যায়ের গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০২০ সালে দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি ভেঞ্চার কেপিটাল কোম্পানী 'স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিঃ'। কোম্পানী এ পর্যন্ত ১৫টি স্টার্টআপকে ফান্ড দিয়েছে।

দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক শিল্প বিস্তারে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসাবে ডিজিটাল ডিভাইস ও তার ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। ডিজিটাল ডিভাইস শিল্প স্থাপনে বিনা শুল্কে মূলধনী ইকুইপমেন্ট আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সরকারি অনুমোদন প্রাপ্তি সহজ করা হয়েছে এবং সেটা অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে ৫০ শতাংশ দ্রুততার সাথে নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া সরকার আইসিটি-পণ্যের উন্নয়নের জন্য এ খাতের ওপর সবধরণের ট্যাক্স আগামী ২০৩১ সাল পর্যন্ত মওকুফ করেছে যা এই খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ও আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ইতোমধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের আইটি/আইটিএস রপ্তানি আয় ১.৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে, ভোক্তা ইলেকট্রনিক্সের বাজার ১.৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে যা 'মেইড ইন বাংলাদেশ' নীতির কারণে ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও দেশে উৎপাদিত পণ্য দেশীয় ই-কমার্স -এর মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানির প্রক্রিয়া সহজীকরণের মতো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার। এগুলোই আগামীর উন্নত বাংলাদেশের ভিত হবে।

সারাবিশ্ব যখন করোনার প্রকোপে দিশেহারা তখন বাংলাদেশ অনেকটাই সাহস ও ধৈর্যের সাথে এই মহামারির মোকাবেলা করেছে। কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে যখন গোটা বিশ্ব বিপর্যস্ত তখন বর্তমান সরকারের বিভিন্ন ডিজিটাল উদ্যোগ মানুষকে দেখিয়েছে নতুন পথ, যুগিয়েছে প্রেরণা। লাইভ করোনা টেস্ট, করোনা ট্রেসার প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতসহ করোনাকালে মন্ত্রিসভা বৈঠক, আদালতের কার্যক্রম, অফিস, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্যাকসিন কার্যক্রমসহ প্রায় সবকিছুই চলমান রাখা সম্ভব হয়েছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। প্রস্তুত করা হয়েছে জুম প্ল্যাটফর্মের ন্যায় 'বৈঠক'। দেশের অভ্যন্তরীণ মেধা ও শক্তি ব্যবহার করে ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" পোর্টাল তৈরি করেছে আইসিটি অধিদপ্তরের প্রোগামারদের একটি টিম। ০১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত পোর্টালটিতে ১০ কোটির অধিক মানুষ নিবন্ধন করেছেন। প্রায় পাঁচ শতাধিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে টেলিমেডিসিন সেবার আওতায় এনে চিকিৎসা-সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে আইসিটি বিভাগের তৈরিকৃত সেন্ট্রাল এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CAMS) সফটওয়্যার ব্যবহার করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ মানুষকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৮৯ লক্ষেরও অধিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট ডিজিটাল উপায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় অনুদান পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাদ পড়ছেন না প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রণীত একটি প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত পাঁচশতাধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

করোনায় দেশের বিচারিক কার্যক্রম সচল রাখার তাগিদে ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেম (My Court) প্ল্যাটফর্মের যাত্রা শুরু হয়। দেশের বিচার কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়। সারাদেশে অধস্তন আদালত এবং ট্রাইব্যুনালে সাড়ে তিন লক্ষাধিক (৩,৬৯,৭৩২) জামিনের দরখাস্ত ভার্চুয়াল শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে। জামিন পেয়ে জেল থেকে মুক্ত হয়েছেন দেড় লক্ষাধিক (১,৭৮,৫২০) হাজতি অভিযুক্ত ব্যক্তি। বর্তমানে ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেম (My Court) প্ল্যাটফর্মের কার্যক্রম বর্তমানে ২২৫টি আদালতে চলমান রয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আইসিটি বিভাগ তৈরি করেছে মুজিব হান্ড্রেড ডট গভ ডট বিডি (mujib100.gov.bd) বিন portal এবং মোবাইল অ্যাপস। এখানে মুজিব জন্মশতবর্ষ সম্পর্কে সকল তথ্য যে কেউ যেকোনো স্থান থেকে জানতে পারবেন। বাংলাদেশ তৈরি করেছে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য এনিমেশন চলচ্চিত্র 'মুজিব আমার পিতা'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত 'শেখ মুজিব আমার পিতা' অবলম্বনে তৈরিকৃত এটিই দেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য এনিমেশন চলচ্চিত্র। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অবলম্বনে অ্যানিমেটেড মুভি 'মুজিব ভাই' ও তাঁর জীবনী-নির্ভর অ্যানিমেটেড সিরিজ 'খোকা' নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের হলোগ্রাফিক প্রজেকশনের প্রদর্শনী করা হয়েছে।

প্রযুক্তিখাতে আমাদের সফলতার গল্প ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী। বাংলাদেশের প্রযুক্তিখাতের সফলতা আজ বিশ্বের কাছে রোল মডেল হয়ে উঠেছে। দেশ পরিচিতি লাভ করেছে প্রযুক্তি-পণ্য প্রস্তুতকারক দেশ হিসাবে। অর্জিত হচ্ছে অনেক আন্তর্জাতিক সম্মাননা। পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে অভ্যন্তরীণ ডিজিটাল অর্থনীতির আকার।

ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদর্শকে সমুন্নত রেখে তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার ও আধুনিকায়নে দেশের আইসিটি খাত নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে। যা একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত বাংলাদেশ গড়তে ভীষণভাবে প্রয়োজন।

লেখক : সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

আইসিটি
নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT
বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব-ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এক অনন্য উদ্যোগ

মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি প্রত্যয়। এর মূল লক্ষ্য, একুশ শতকে বাংলাদেশকে একটি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের বছরে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করা। ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণাটি Knowledge based society-কে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত। Information and Communication Technology (ICT) হচ্ছে এই Knowledge Based Society তেরির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে বুঝায় আইসিটি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে e-Governance প্রতিষ্ঠিত করা ও সেবা প্রদান করা। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে একটি তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সরকার ঘোষণা করেছিল 'রূপকল্প ২০২১'। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সারাদেশে আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সৌদিআরবে ১৫টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসহ" সারাদেশের ৮,০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপন করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের সফলতার ধারাবাহিকতায় বিগত ২৮ জুলাই ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি'র (একনেক) সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ আগ্রহী তরুণ-তরুণীদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ ও কর্মসংস্থানের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের পটভূমি ও অর্জন:

আত্মনির্ভরশীল ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রস্তুতকরণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের উপায় হিসেবে সরকার আইসিটি খাতকে চিহ্নিত করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ভিশন ২০২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক দিক নির্দেশনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর মাধ্যমে ৬৫ টি ভাষা শিক্ষা ল্যাব এবং সৌদি আরবের ১৫ টি সহ সর্বমোট ৪০০১ টি প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং ১৬০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাস রুম প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্থাপিত ২৯০১ টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" এবং "শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম" সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান শিক্ষক এবং কম্পিউটার শিক্ষকসহ মোট ৫৮০২ জনকে CRI (Centre for Research and Information) কর্তৃক জেলাভিত্তিক ০১ দিনের প্রশিক্ষণ ও ৮৭০৩ জন শিক্ষককে ICT in Education Literacy, Troubleshooting and Maintenance বিষয়ে ০৫ (পাঁচ) দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ০৯টি বিদেশী ভাষা শিক্ষা (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানিজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবি ও চাইনিজ) সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে ও ১০২৪ জন ভাষা প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণের কার্যক্রম সিএসই বিভাগ, বুয়েটের মাধ্যমে সম্পন্ন ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। ৯টি ভাষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকারদের ফ্রিল্যান্সিংসহ বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে দেশে বৈদেশিক রেমিটেন্সের পরিমাণ বাড়ছে এবং দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ল্যাবের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে কম্পিউটারের বেসিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা সহজ হচ্ছে। ফলে গ্রামের অসহায় দরিদ্র পরিবারের যুবক-যুবতীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন কম্পিউটার বিষয়ক কাজ করার মাধ্যমে দরিদ্রতা ঘোচাচ্ছে। এছাড়া বেকার, শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা মাদকাশক্তিসহ বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকছে ফলে সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের হাত থেকে দেশ রক্ষা পাচ্ছে। গত ২৩/১২/২০১৪ তারিখে একনেক সভায় প্রথম প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে এবং সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। এই প্রকল্পের সফলতার ধারাবাহিকতায় "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) গ্রহণ করা হয়। যার মাধ্যমে সারা দেশে ৫,০০০ টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" এবং প্রতিটি সংসদীয় আসনে ১ টি করে ৩০০ টি সংসদীয় আসন হতে ৩০০ টি শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি গত ২৮/০৭/২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে।

উদ্দেশ্য: শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্পের অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২য় পর্যায়ে (২০২০-২০২৩) আরও কিছু উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

১। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন।
২। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের আইসিটি ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।
৩। ভাষা শিক্ষা সফটয়্যারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি।
৪। স্কুল অব ফিউচার নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি।
৫। সেমিনার আয়োজন, প্রচার ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি ও আইসিটি বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা।
৬। Netiquette ও Cyber Security বিষয়ে মানসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি।
৭। তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং গবেষণার মাধ্যমে প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণের জন্য ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন।

শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার এর ধারণা:

প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গুণগত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি সমৃদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবর্তিত শিক্ষা বিজ্ঞান (Pedagogical change in education), ভবিষ্যৎ শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন (Architectural design of school), Critical thinking & problem solving বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি (Technology)-এর সমন্বিত রূপদান করাই হচ্ছে "স্কুল অব ফিউচার" এর মৌলিক ভিত্তি। এই দূরদর্শী লক্ষ্য বাস্তবায়নে গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে নিত্য নতুন প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, ডিজিটাল কনটেন্ট, সফটওয়্যার, স্কুল অব ফিউচার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় উপযোগী নিত্য নতুন প্রযুক্তি (3D Printer, MR Tools , রোবটিক্স, প্রোগ্রামেবল পেয়িং যন্ত্রপাতি) ইত্যাদি সমন্বিত স্মার্ট ক্লাসরুমের সুবিধা সম্বলিত করার পাশাপাশি কোডিং এবং প্রোগ্রামিং শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে আমাদের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল, গঠনমূলক চিন্তা ভাবনা এবং উদ্ভাবনী গুণাবলী সম্পন্ন করার সাথে সাথে আইসিটি বিষয়ে জ্ঞান প্রদান এবং ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ করার লক্ষ্যে এই শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার। শিক্ষা, স্থাপত্য এবং প্রযুক্তি এই তিন ধারণার উপর ভিত্তি করে শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচারের এর উপাদানসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি- বিশেষ করে ন্যানো, ক্লাউড, আইওটি, রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতিশীল ড্রোন, ব্লকচেইনের মতো নিত্যনতুন প্রযুক্তির পাশাপাশি ইলেকট্রনিক্স, মাইক্রোচিপ ও রোবটিক্স এর অনন্য সংযোজনের ফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দিত, আগ্রহী, অজানাকে জানার এবং ব্যবহারের সুযোগের মাধ্যমে উজ্জীবিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে লেগো সেট, আরডুইনো স্টার্টার কিট, ব্রিক পাই সেট, মেক ব্লক আল্টিমেট সহ অন্যান্য প্রযুক্তি সম্পর্কে হাতে কলমে ধারণা পাবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

টেকসই "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিনির্মাণের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়নসহ নির্ভরযোগ্য কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা, দক্ষ মানব সম্পদ গঠন, শোভন কাজ সৃজন এবং ই-সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কাজ করে আসছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রযুক্তিনির্ভর, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী জ্ঞানসমৃদ্ধকরণ, শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নসহ গুণগত চিন্তাভাবনার উন্মেষ ও জটিল সমস্যা সমাধান বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসহ উচ্চ পর্যায়ের ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ল্যাবগুলোকে Integrated Platform এর মাধ্যমে সংযুক্ত করে Online মনিটরিং ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এই ল্যাব গুলোকে আইসিটি শিক্ষার হাব হিসেবে Creative Education , Innovative Idea Generation এবং 4IR চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষার্থীদের কে উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এই ল্যাব থেকে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রোগ্রামিং শিক্ষায় শিক্ষিত করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে তৈরি করা হবে এবং পরবর্তীতে উপযুক্ত শিক্ষার্থীদেরকে Sheikh Hasina Institute for Frontier Technologies (SHIFT) এর মাধ্যমে আরও উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করা হবে। আইসিটি শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর Ecosystem প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব অত্যন্ত কার্যকরী এবং যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করবে। সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২০২১ সালের পরিকল্পনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় কোটি শিক্ষার্থীদের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার এ উচ্চতর প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে 4IR চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহ ২০৪১ সালের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ল্যাব অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে এই প্রকল্পটি প্রভূত ভূমিকা রাখবে।

লেখক মহাপরিচালক (দায়িত্বে)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
ও
প্রকল্প পরিচালক
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

ডিজিটাল বাংলাদেশ যেন বিশ্বেরও বিস্ময়

অজিত কুমার সরকার

২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের শপথের মধ্য দিয়ে নতুন সরকারের যাত্রা শুরু। বিদায়ী বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারি কিছু প্রকট সমস্যার লিগেসি (দায়) কাঁধে নিয়েই নতুন সরকার অগ্রাধিকার বিবেচনায় বাস্তবায়নের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়। সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল তীব্র যানজট এবং লোডশেডিং। অথচ এ দুটি প্রকট সমস্যার কারণে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে সরকারকে কটাক্ষ ও সমালোচনা শুনতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। পথ চলতে যানজটে আটকে আছেন হঠাৎ কারো মুখ থেকে আওয়াজ ভেসে এলো 'ডিজিটাল যানজট'। রেস্টুরেন্টে বসে আছেন হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল অমনি কেউ হয়তো বলে উঠলেন 'ডিজিটাল লোডশেডিং'। যানজট এবং লোডশেডিংয়ের জন্য কারা দায়ী তা সমালোচনাকারীদের বিবেচনায় ছিল না। আতুড় ঘরে থাকা ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ছিল তাদের তীর্যক বাক্যবানের লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু আজকের বাস্তবতা কী? ২০০৯ সালে যে শিশুটি হাটি হাটি পা পা করে পথ চলতে শুরু করে ২০২১ সালে সে কিশোর। ডিজিটাল বাংলাদেশ নামক সেই কিশোরের সাফল্য দেশের সীমানা ছাড়িয়েছে। জন্ম দিয়েছে অবাক বিস্ময়ের। ফিলিপাইন, তুরস্ক, সোমালিয়াসহ বিশ্বের ১৭টি দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশের ১১টি বেস্ট প্রাকটিস মডেল তাদের নিজ দেশে অনুকরণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এগুলো হচ্ছে 'ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্স ফর স্কীলস, এডুকেশন, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ (এনআইএসই), ই-কমার্স প্লাটফর্ম 'একশপ', 'মাইগভ,' মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস), গেইম বেজড এডুকেশন, ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব (ডিএসডিএল), ডিজিটাল সেন্টার, কানেক্ট এডুকেশন প্লাটফর্ম, ই-লার্নিং প্লাটফর্ম 'মুক্তপাঠ', ন্যাশনাল কোভিড ড্যাশবোর্ড, ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্লাটফর্ম 'সুরক্ষা। এর মধ্যে দুটি মডেল সম্প্রতি (১১-১৪ নভেম্বর ২০২১) ঢাকায় অনুষ্ঠিত আইসিটির বিশ্ব সম্মেলন ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি (ডব্লিউসিআইটি) ২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত 'এনস্যুরিং এন ইনক্লুসিভ, ট্রাস্টেড অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডিজিটাল সোসাইটি' শীর্ষক এক সেমিনারে ফিলিপাইন ও সোমালিয়ার কাছে হস্তান্তরের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম। এ অনুষ্ঠানেই 'মাইগভ (myGov)' বা 'আমার সরকার' শীর্ষক এক ঠিকানা থেকে সকল সরকারি সেবা প্রদানের মডেল ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত এবং বেকার ও চাকুরিদাতাদের মধ্যে সংযোগের প্লাটফর্ম 'এনআইএসই' সোমালিয়ার যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রী আদ্রিস শেখ আহমেদের (শারীরিকভাবে উপস্থিত) কাছে হস্তান্তর করে আইসিটি বিভাগের অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম। সেমিনারে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ফিলিপাইনের স্থানীয় সরকার মন্ত্রী নাগিব সিনারিম্ব বলেন, 'আমরা অভিভূত যে, বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরে নাগরিক সেবাকেন্দ্রিক কিছু টেকসই মডেল তৈরি হয়েছে। তৃণমূলে স্থাপিত ডিজিটাল সেন্টারগুলো নাগরিক সেবা প্রদানে অত্যন্ত কার্যকর কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। আমরা ফিলিপাইনে বাংলাদেশের অন্যতম বেস্ট প্রাকটিস মডেল 'মাইগভ' অবিকল বাস্তবায়ন করতে চাই।' সেমিনারে শারীরিকভাবে উপস্থিত কয়েকজন বিদেশীর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। জানা গেল বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরের সাফল্যে তাদের বিস্ময়ের কারণ। প্রথমেই আসে 'বটম আপ অ্যাপ্রোচ' পদ্ধতি অনুসরণে গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) এবং পরবর্তীতে পৌরসভা, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড মিলে ৮ হাজার ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের কথা। নাগরিকদের বিশেষ করে গ্রামের মানুষকে সেবা প্রদানে ডিজিটাল সেন্টার এবং এক ঠিকানায় সেবা পাবার বিভিন্ন প্লাটফর্মের বেস্ট প্রাকটিস মডেল হয়ে ওঠার ঘটনা তাদের মুগ্ধ করে। বিদেশীদের কাছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাসে এ এক অনন্য উদ্যোগ। কারণ ২০০৩ সালে জেনেভায় আয়োজিত জাতিসংঘের 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস)'র ঘোষণার চেতনার সাথে এটি পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। ঘোষণায় বলা হয়, 'তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে নারী এবং গরিব ও প্রান্তিক সাধারণ মানুষ যারা গ্রামে বসবাস করে তাদের ক্ষমতায়ন ও জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।' ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনসহ গ্রামে তথ্যপ্রযুক্তির সম্প্রসারণ করে বাংলাদেশ তা সফলভাবেই সম্পন্ন করেছে। যদিও আইসিটিতে প্রবেশগম্যতা, অভিযোজন এবং সক্ষমতা নিশ্চিতের মাধ্যমে ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাসের উদ্যোগ গুলোর সুফল পেতে আরও খানিকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রায় বাংলাদেশের বেস্ট প্রাকটিস মডেল বিশেষ করে' বিদেশে ছড়িয়ে যাওয়ার মূলে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও সুচিন্তিত উদ্যোগ। ২০১৬ সালে জাতিসংঘের ৭১তম অধিবেশনের ফাঁকে তিনি সংস্থাটির সদর দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন ও সরকারি সেবার চ্যালেঞ্জগুলোর অভিনব সমাধান চিহ্নিত ও তা স্কেলআপ করে দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে বিনিময়ে পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশনের ওপর একটি কোলাবোরেটিভ সাউথ-সাউথ নেটওয়ার্ক গঠনের প্রস্তাব করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে তুরস্কে গ্লোবাল সাউথ-সাউথ ডেভেলপমেন্ট (জিএসএসডি) এক্সপোতে বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘের অফিস ফর সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন (ইউএনওএসএসসি) যৌথভাবে সাউথ-সাউথ নেটওয়ার্ক ফর পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন (এসএসএন ফর পিএসআই) চালু করা হয়। এর আওতায় বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি ১১টি বেস্ট প্রাকটিস মডেল দক্ষিণের ১৭টি দেশে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। আর বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে টোগোর মডেল 'সোস্যাল সেফটি নেট'।

বাংলাদেশ মাত্র তের বছরে অন্য দেশের অনুকরণ করার মতো ভালো মডেল কীভাবে তৈরি করতে সক্ষম হলো এ প্রশ্ন অনেকেরই। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। যে কোন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান, প্রযুক্তিমনস্ক ও দূরদর্শী নেতৃত্ব, রাষ্ট্র পরিচালনা দক্ষতা, সুপরিকল্পিত কার্যক্রম এবং জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আন্তরিকতা। এর সবই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাঝে বিদ্যমান থাকায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকার এতোটা সফল। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ 'রূপকল্প ২০২১' এর মূল উপজীব্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এর বাস্তবায়ন নকশা প্রণয়নে খ্যাতিমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সজীব ওয়াজেদ জয়ের যুক্ততা এবং বাস্তবায়নে সক্রিয়তায় তৃণমূল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা দ্রুততায় পৌছে যায়। প্রসঙ্গত গ্রামগুলিকে ইন্টারনেট ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নেটওয়ার্কের আওতায় এনে মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের দিক থেকে বাংলাদেশ ভারতের চেয়েও এগিয়ে। ডিজিটাল বিপ্লবে ভারতের ৫১ বছরের পথ চলায় প্রায় আড়াই লক্ষ গ্রামকে ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি সরকার 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্ল্যান' ঘোষণা করে। আর বাংলাদেশ তা করে ২০০৯ সালে। ২০২১ সালে এসে বাংলাদেশ লাস্ট মাইল সলিউশন হিসেবে ফাইবার অপটিক ক্যাবল লাইন টেনে গ্রামগুলিতে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা সম্বলিত ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। যা বাস্তবায়িত হলে গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রায় ১৩ বছরের পথ চলার মধ্যেই ক্ষিপ্র গতিতে আবির্ভূত হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সাথে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, গতির দিক থেকে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে প্রায় সব কিছুই দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রচলিত নানা ধরণের কাজের বিলুপ্তি ঘটতে শুরু করেছে। দ্বিতীয়ত, সুযোগ। অগ্রগামি প্রযুক্তির ব্যাপক প্রভাবের কারণে নতুন নতুন অনেক সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন এসব প্রযুক্তির ব্যবহার ও দক্ষতা উন্নয়নের। তৃতীয়ত, পদ্ধতিগত প্রভাব। অগ্রগামি প্রযুক্তির প্রভাবে প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটছে। ফলে স্টার্টআপ, উদ্ভাবনের মতো অনেক ধরণের ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। এ থেকে প্রতিয়মান হয়, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে তাল মেলাতে না পারলে দেশ পিছিয়ে পড়বে। বাংলাদেশের ইতিবাচক দিক হচ্ছে সরকারের নীতি-নির্ধারকরা আগেভাগেই এ নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। ডব্লিউসিআইটি-২০২১ সম্মেলনে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধারার সময় সজীব ওয়াজেদ জয়কে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে।' তাঁর এই আত্মবিশ্বাসী মনোভাবের মূলে রয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সাফল্য।

লেখক সিনিয়র সাংবাদিক

আইসিটি নিউজলেটার

দেশের মেধাবী তরুণরাই তৈরি করবে পূর্ণাঙ্গ স্যাটেলাইট : আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে মহাকাশ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ। বাণিজ্যিক ভাবে মহাকাশ জীবনের উপযোগী বিভিন্ন মডিউল তৈরি করতে একটি ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যারোস্পেস অ্যান্ড এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে, ব্রিজ টু বাংলাদেশ, অ্যাসপায়ার টু ইনোভেশন এবং পিকো স্যাটেলাইটের মধ্যে এই চুক্তি হয়েছে।

লালমানিরহাটে অবস্থিত দেশের প্রথম এই মাহাকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন রেজিস্টার এয়ার কমোডর মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল মাহবুব। গবেষণা সহায়তায় এটুআই এর পক্ষে চুক্তি করেন ইনোভেশন ল্যাবের হেড অব টেকনোলজি ফারুক আহমেদ জুয়েল। বিটুবি'র হয়ে চুক্তিতে সই করেন প্রতিষ্ঠানটির সহ-সভাপতি সাজেদুল ইসলাম। আর পিকো স্যাটেলাইট ল্যাব স্থাপনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন প্রফেসর ড. নাজমুল উলা। এই চুক্তির মধ্যেমে দেশে একটি মহাকাশ ইকো সিস্টেম গড়ে তুলবে প্রতিষ্ঠান চারটি। চুক্তিকারী ব্যক্তিদের প্রত্যাশা বাংলাদেশ একদিন নিশ্চয় মহাকাশ যুগে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুলি সংযুক্ত ছিলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। আরো সংযুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. শাহজাহান মাহমুদ, বিটুবি উপদেষ্টা মো: আসাদুজ্জামান নূর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আগামী দিনগুলোতে দেশ থেকে আরো অনেক অনেক স্যাটেলাইট উৎপাদন করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আরবান প্ল্যানিং, আর্লি ফ্লাড ডিটেকশনের জন্য আমাদের অনেক অনেক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে আজকে যে এমওইউ হলো তা অবজারভেটরি স্যাটেলাইট সহ পিকো, ন্যানো স্যাটেলাইট এগুলো উৎপাদনে আমাদের সক্ষমতা প্রয়োজন।

পিকো স্যাটেলাইট প্রকল্পের মাধ্যমে মঙ্গল গ্রহসহ অন্যান্য উপগ্রহে জনবসতি গড়ে তুলতে এই চুক্তি জানিয়ে বাংলাদেশে উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে আইসিটি বিভাগ সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে বলে জানান আইসিটি প্রতিমন্ত্রী।

রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে অনুষ্ঠিত সমঝোতা চুক্তি অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য এয়ার ভাইস মার্শাল মো. নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন

বাংলাদেশ কোম্পানির এ্যাডভাইজার এবং সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এটুআই নীতি উপদেষ্টা আনীর চৌধুরী, ব্রিজ টু বাংলাদেশের সভাপতি প্রকৌশলী আজাদুল হক।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা আরিফুল হাসান অপু।

ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন প্রকল্প

মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী সাফল্য হল ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন। ২০০৯ সালেও সরকারি অফিস চলত মান্ধাতা আমলের কাগুজে পদ্ধতিতে। জনগণের কাছে সেবা পৌছাতে টেবিল হতে টেবিল ঘুরে নানান জটিলতা পার হতে লেগে যেত অনেক সময়। এর সঙ্গে আছে নানান রকম হয়রানিসহ অতিরিক্ত অর্থ ও সময় ব্যয়। এই অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বর্তমান সরকার হাতে নিয়েছিল ভিশন ২০২১ পরিকল্পনা। এখন সরকারি অফিস চলে ইলেকট্রনিক নথিতে, ইন্টারনেট পৌঁছে গেছে গ্রামে গঞ্জে, সরকারি সেবা এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ হল উন্নত বাংলাদেশ স্বপ্নের প্রথম ধাপ। উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সরকার ভিশন ২০৪১ পরিকল্পনা নিয়েছে। এই পরিকল্পনায় গ্রামগুলিকে শহরের মতো সুবিধাসম্পন্ন করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়তে হবে। আমাদেরকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর "ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করছে।

২০১৬ সালে চীন সরকার প্রধানের রাষ্ট্রীয় সফর কালীন চুক্তিকৃত ২৭টি অগ্রাধিকার প্রকল্পের একটি হল ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন প্রকল্প। এই সময় থেকে চীন সরকারের লোন ও কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। বিগত ২৩ নভেম্বরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ব্যয় প্রায় ৫৮৮৩ কোটি টাকা যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন প্রায় ২৫০৫ কোটি টাকা এবং চীন সরকারের লোন সহায়তা প্রায় ৩৩৭৮ কোটি টাকা। প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হল সরকারের সেবাসমূহকে ই-সেবায় রূপান্তরের মাধ্যমে জনগণের কাছে দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়া এবং সকল ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন।

প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ নিম্নরূপ

১. প্রান্তিক ব্যবহারকারী পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন

বাংলাদেশ সরকার বাংলা গভ-নেট, ইনফোসরকার-২ ও ইনফোসরকার-৩সহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইন্টারনেট অবকাঠামো ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রাহক পর্যায়ে যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক ও বিভিন্ন সরকারি অফিসে প্রায় ১ লক্ষ ৯ হাজার ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হবে।

২. শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

প্রান্তিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীগণের মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইডের নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর সারাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব নামে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সারাদেশে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করবে। ল্যাব স্থাপনের সাথে সাথে ৯৮২০ জন মাস্টার ট্রেইনার এবং ১ লক্ষ শিক্ষককে ই-লার্নিং সিস্টেমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। অর্থবহ ও কার্যকর প্রশিক্ষণের জন্য কনটেন্টসহ ই-লার্নিং মডিউল তৈরি করা হবে।

৩. বিশেষায়িত ল্যাব

এই স্কোপের মাধ্যমে ফ্রন্টিয়ার টেকনালজি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স স্থাপন করা হবে। এখানে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য ক্লাউড প্লাটফর্ম, হাই পারফর্মেন্স কম্পিউটার (HPC) , সাইবার সিকিউরিটি প্রশিক্ষণ প্লাটফর্ম এবং বিগ ডাটা অ্যানালিটিক প্লাটফর্ম স্থাপন করা হবে। ক্লাউড প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিথীগণ প্রয়োজনীয় HPC, কম্পিউটিং এবং স্টোরেজ রিসোর্স ব্যবহার করতে পারবেন। অন্যদিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ৫৭টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হবে। এই ল্যাবগুলির মধ্যে রয়েছে ৩৫ টি অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং ল্যাব। অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং ল্যাবগুলি IoT, Machine Learning, Simulation, Big Data Analysis ও HPC-সহ বিভিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষানিরিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১১টি ভিএলএসআই, ৭ টি থ্রিডি, ২ টি রোবোটিক্স, ১ টি ওপেন ডেটা এবং ১ টি ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স ল্যাব স্থাপন করা হবে।

DoICT ও CRIG এর মধ্যে খসড়া বানিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, ২৮ ডিসেম্বর ২০২১

ল্যাবগুলি ব্যবহার ও রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য ৪০০ মাস্টার ট্রেইনার ও ১১৪০ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এই স্কোপের আওতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠান সমূহে ১,০০০ জন শিক্ষককে কেন্দ্রীয় প্লাটফর্ম ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ছড়িয়ে পড়বে।

৪. মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো স্থাপন

এই স্কোপের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে ৪৯১টি জয় ডি-সেট সেন্টার স্থাপন করা হবে। জয় ডি-সেট সেন্টারে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণের জন্য ল্যাব, প্লাগ-এন্ড-প্লে ক্যাফে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা ও অবকাঠামো মনিটরিং এর ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য উপজেলা কমপ্লেক্সের উপর ৪০০০ বর্গ ফুটের স্থাপনা তৈরি করা হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যন্ত্রাংশ স্থাপন করা হবে।

উপজেলা কমপ্লেক্স এবং ডিসি অফিস কমপ্লেক্সে বর্তমান নেটওয়ার্ক-কে আরও যুগোপযোগী করার জন্য এই স্কোপের মাধ্যমে ৫৫৫ টি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে। দেশের সকল আইসিটি স্থাপনার কেন্দ্রীয় মনিটরিং এর জন্য কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় নেটাওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের জন্য অপারেশেনাল গাইড প্রণয়ন ও কমপ্লায়েন্স মনিটরিং করবে। কেন্দ্রীয় ক্লাউড প্লাটফর্ম স্থাপন করা হবে যেখানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি বিভিন্ন অ্যাপলিকেশনসহ সকল পর্যায়ের সেবা উদ্ভাবনী অ্যাপলিকেশন হোস্ট করা সম্ভব হবে। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সরকারি ক্লাউড ফাইল সার্ভিস চালু করা হবে। এছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের সরকারি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পদ সমূহকে একক ডেটাবেজে আনার জন্য ন্যাশনাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা হবে। এই সিস্টেমটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ক্রয়, নীতিমালা তৈরি ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৫. ডিওআইসিটি ২১ টাওয়ার

এই স্কোপের আওতায় পূর্বাচলে অবস্থিত তথ্য ও যোগাযো প্রযুক্তি অধিদপ্তরের নিজস্ব জমিতে ২১ তলা একটি অত্যাধুনিক ভবন নির্মান করা হবে। এই ভবনে স্মার্ট রিমোট প্রশিক্ষণ ক্লাসরুম, রিমোর্ট ট্রেইনিং প্লাটফর্ম, ই-লার্নিং, ডিজিটাল কনটেন্ট এর সুবিধা সম্পন্ন ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপিত হবে। ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টারের মাধ্যমে একদিকে সরকারের দপ্তরসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারবে, অন্যদিকে উন্নত প্রশিক্ষকের মাধ্যমে সারাদেশে যুবসমাজকে কর্ম উপোযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়া এই প্রকল্পের বিভিন্ন স্কোপের আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার ব্যবহার করা হবে।

এই স্কোপের আরেকটি কার্যক্রম হল কনটেন্ট প্লাটফর্ম স্থাপন করা। কনটেন্ট প্লাটফর্মের মাধ্যমে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তরের সকল ফাইল যেমন আদেশ, পত্র, নোটিশ, ইমেজ, ভিডিও বা অন্য যে কোনো ডকুমেন্ট জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রকাশ ও বিতরণ করা সম্ভব হবে।

৬. সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও ভাইটাল স্টাটিসটিক্স

মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের তত্বাবধান ও সমন্বয়ে সিআরভিএস বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দপ্তর বিভিন্ন কম্পোনেন্ট উন্নয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সিআরভিএস কম্পোনেন্টসমূহের আন্তঃযোগাযোগ স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় প্লাটফর্ম নির্মাণ করা হবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়সহ কেন্দ্রীয়ভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো স্থাপন ও বিতরণ করা হবে। সকল নাগরিক তার সকল ইলেক্ট্রনিক ডকুমেন্ট যেমন, সরকারি চিঠি, দলিল, সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ইত্যাদি তার ইউনিক ভার্চুয়াল ঠিকানায় পাওয়ার জন্য সিটিজেন ইনবক্স প্লাটফর্ম উন্নয়ন করা হবে।

৭. ডিজিটাল ভিলেজ

ডিজিটাল ভিলেজ স্কোপের মাধ্যমে ১০টি গ্রামে স্মার্ট কৃষি প্রবর্তনের জন্য ইন্টারনেট অফ থিং (IoT) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো স্থাপন ও বিতরণ করা হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ, ল্যাবরেটরি, ক্লাউড প্লাটফর্ম এবং কমান্ড সেন্টার স্থাপন করা হবে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কৃষকগণ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত কৃষি জ্ঞান ও কৌশল ব্যবহারে সক্ষম হবেন।

ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চগতিসম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত হবে; প্রান্তিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে; উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সর্বোপরি CRVS সংশ্লিষ্ট সেবাসহ প্রশাসনিক কার্যক্রমে ই-গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে। প্রকল্পটি সার্বিক অর্থে সকল নাগরিকের জন্য ডিজিটাল সেবা গ্রহণ, জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ সমাজ গঠন এবং কর্মসংস্থান ও নতুন কাজ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি 'আমার গ্রাম আমার শহর' ও 'তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' বাস্তবায়নেও প্রকল্পটি বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

লেখক মহাপরিচালক (দায়িত্বে)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
ও
প্রকল্প পরিচালক
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

আইসিটি
নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DoICT DEPARTMENT OF ICT
বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছবি ও তাঁর আলোকচিত্র শিল্পী লুৎফর রহমান

লুৎফর রহমান

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর সেই বিখ্যাত ছবিটি তুলেছিলেন দেশি-বিদেশি অনেক ফটোগ্রাফার কিন্তু সচরাচর যে ছবিটি আমরা পোস্টারে, সংবাদপত্রে বা বিভিন্ন বই এর প্রচ্ছদে দেখি- সেটি তুলেছিলেন লুৎফর রহমান। গত শতাব্দির সেই '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রচারণা', '৬৯-এর গণআন্দোলন', '৭০-এর নির্বাচন', '৭১-এর ৭ই মার্চ-এর ঐতিহাসিক ভাষণসহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ইতিহাসের বহু গৌরবময় ঘটনার সাক্ষী এই লুৎফর রহমান, যাকে তদানিন্তন রাজনীতিকেরা 'লুতু' নামেই চিনতেন। বঙ্গবন্ধুর অশেষ স্নেহভাজন ছিলেন তিনি। কি বেতার, কি চলচ্চিত্র, কি সরকারি-বেসরকারি অনুষ্ঠান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আয়োজন সর্বত্রই লুৎফর রহমানের অনিবার্য উপস্থিতি। প্রায় চার দশকের অধিককাল তিনি আলোকচিত্র মাধ্যমে কাজ করেছেন দাপটের সাথে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশী ৫, ১০, ১০০ টাকার নোটের উপরে বঙ্গবন্ধুর ছবিটিও তাঁরই তোলা।

শিল্প সাংস্কৃতি কিংবা রাজনৈতিক মহলে এক বিশিষ্ট নাম লুৎফর রহমান। কি বেতার, কি চলচ্চিত্র, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, শিল্পমাধ্যম, এমনকি সামাজিক, সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অঙ্গনের সাথে তাঁর ঘনিষ্টতা ছিল অত্যন্ত নিবিড়। প্রায় চার দশকের অধিককাল সময় ধরে ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র মাধ্যমে লুৎফর রহমান কাজ করেছেন প্রায় একচ্ছত্র দাপটে। ষাট ও সত্তর দশকেই জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময় তিনি কাটান বিভিন্ন অঙ্গনের কিংবদন্তি সব ব্যক্তিত্বের সাহচর্যে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও তিনি স্বাধীন বেতার বাংলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ সময় তিনি অজস্র ছবি তুলেছেন বিখ্যাত সব ব্যক্তিত্বের। তাঁর অনেক ছবি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। প্রকৃতি, রাজনীতি ও চলচ্চিত্র মাধ্যমে তোলা তাঁর বেশকিছু ছবি অত্যন্ত দুর্লভ বলে চিহ্নিত হয়েছে। লুৎফর রহমান শুধু একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফারই নন, আধুনিক ঢাকা শহরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী ঘটনা ও ইতিহাসের সাক্ষী। জীবদ্দশায় মহাখালীস্থ বাসায় বিভিন্ন বিষয়ে আলাপচারিতায় এই প্রতিবেদক জানতে পেরেছেন, তাঁর জীবনের স্বর্ণালী সময়ের অকথিত বিচিত্র সব ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয়ভাজন ও ব্যক্তিগত ফটোসাংবাদিক লুৎফর রহমান তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে ৪৫ বছরের কর্মময় জীবনে প্রয়াত লুৎফর রহমান ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষনসহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এর অসংখ্য দুর্লভ ছবি তুলেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে, পড়বে।

লুৎফর রহমান জন্মগ্রহণ করেন ব্রিটিশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯২৬। কিছুকালের মধ্যেই লুৎফর রহমানের পিতা সপরিবারে রাজশাহীতে চলে আসেন। শৈশব-কৈশোর ও তারুণ্যের সোনালি দিনগুলো কেটেছে রাজশাহী মহানগরীর কেন্দ্রস্থল বড়কুটি এলাকায়। যৌবনেই ছবি তোলাটা তার একটা শখের বিষয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পরে শখ থেকে এক পর্যায়ে পেশাদারিত্বে পৌছায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোকে ইতিহাসের সাক্ষী করে রাখার প্রয়োজনে। জীবনের শুরুতে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সৈনিক। ১৯৫০-৫২ এর দিকেই রাজশাহী নগর কেন্দ্রের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রেসক্লাব এবং সামাজিক-রাজনেতিক অঙ্গনের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের ছবি তুলতে থাকেন তরুণ লুৎফর রহমান। এ সময় প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, বীরেণ সরকার, প্রমথ নাথ বিশী, কামরুজ্জামান প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সাথে তার পরিচয় ঘটে। রাজশাহীর জমিদার ব্রজেন মিত্রের পারিবারিক বহু অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন নিয়মিত আর সেই সময় ছিল তার ক্যামেরা। ষাটের দশকের শুরুতেই চাকুরি এবং জীবিকার অনুসন্ধানে রাজশাহী ছেড়ে ঢাকা আসেন। মহাখালীতে নিজের ঠিকানা গড়ে নেন স্থায়ীভাবে, যেখানে আমৃত্যু ছিলেন তিনি। এখানে সূচনা হয় তাঁর জীবনের ব্যস্তময় মুহূর্তগুলো।

দীর্ঘ ৪৪ বছরে ঢাকা তথা বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছেন তিনি। মহাখালীতে '৬০ সালেই গড়ে তোলেন নিজস্ব ফটোগ্রাফি স্টুডিও "প্রতিচ্ছবি"। এই স্টুডিও থেকেই প্রিন্ট হতে থাকে সে সময়ের চলচ্চিত্রাঙ্গন, রাজনৈতিক পরিমন্ডল ও সংস্কৃতি অঙ্গনের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ছবি। গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, আবদুল আলীম, শহীদুল্লাহ কায়সার, রাজু আহমেদ, শওকত আকবর, এহ্‌তেশাম, আজিম, আনোয়ার হোসেন, জহির রায়হান, সুমিতা দেবী, রওশন জামিল, গওহর জামিল, চলচ্চিত্রকার আব্দুল জব্বার খান, খান আতাউর রহমান, শবনম, রোকসানা, শাবানা, সুচন্দা, কবরী, ববিতা, রোজিনা, হাসান ইমাম, কবি শামসুর রহমান, প্রবাল চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সোনালি দিনের মুখচ্ছবি তাঁর ক্যামেরায় স্থির হয়ে আছে। স্থিরচিত্রে স্মরণীয় ব্যক্তিদের কেউ তরুন, কেউ বয়স্ক এবং কেউ মাঝবয়সী।

উত্তাল সময়ের বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনা লুৎফর রহমানের ক্যামেরায় মূর্ত। ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ, নূরে আলম জিকু, রাশেদ খান মেনন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, খালেকুজ্জামান, ইলিয়াস থেকে শুরু করে প্রবাদপ্রতীম শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, আতাউর রহমান, আব্দুল হাশিম, আবুল মনসুর আহমদ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানীসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তাল ভাষনের ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলো এখনও প্রানবন্ত সজীব হয়ে আছে তাঁর ছবির অ্যালবামে।

১৯৬৬ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ বেতারে প্রথম চাকরি নেন তিনি। এরপর বিভিন্ন সময়ে শিল্পকলা একাডেমি, এফডিসি, বিটিভি, ডিআইটি, শিশু একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের হয়ে তিনি কাজ করেন। স্বাধীনতা পূর্বকালে '৬৬-এর আইয়ুব বিরোধী প্রবল আন্দোলনের সময় প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পরিচিত হন, তিনি তখন রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধু আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক প্রচারণায় অংশ নিচ্ছিলেন। এখানে প্রথম বঙ্গবন্ধুর ছবি তোলেন নিজ ক্যামেরায়। বঙ্গবন্ধু লুৎফর রহমানকে বলেন, "এই মিয়া, তোমার ছবি ভালো হইলে আমারে দিবা আমি ঢাকায় যেয়ে তোমার ছবি নেব"।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন তিনি। এর আগে ৭১-এর ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষনের ছবি তোলেন। যা এখন রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে আছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দলের সাথে ভারত সফর করেন লুৎফর রহমান। দেশের প্রথম সাংস্কৃতিক দলের অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, আবদুল আলীম, নীনা হামিদ, ফেরদৌসি মজুমদার, গওহর জামিল, হাসান ইমাম প্রমুখ। বিদেশে ফটোগ্রাফি কনটেস্টেও তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থিতি ছিল। এ প্রসঙ্গ শোনা যাক তাঁর জবানীতেই-

'১৯৭৩-৭৪-এ যুক্তরাষ্ট্রে ফটোগ্রাফি কম্পিটিশনে ছবি যাবে বাংলাদেশ থেকে, আমি দুটি ছবি পাঠাই তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। হতাশাগ্রস্থ মানুষ ও প্রকৃতির উপর ছিল ফটোগ্রাফিগুলো। বিস্ময়করভাবে দুটি ছবিই ১ম ও ২য় পুরস্কার পায়। এটা আমার জীবনের অভাবনীয় পাওয়া।

জীবনে কাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন জীবিতাবস্থাতেই। ষাটের দশকে ফটোগ্রাফিতে অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে ১২টি সার্টিফিকেট ও পদক লাভ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি টেনাশিশ পুরস্কার পান। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে ২টি সার্টিফিকেট লাভ করেন। তার জীবনের যাবতীয় অর্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনে করেন ৫, ১০, ও ১০০ টাকার নোট নিজের তোলা বঙ্গবন্ধুর ছবি মুদ্রিত হওয়ার ঘটনাকে। তিনি বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধুর যে ছবিগুলো তোলেন তা থেকে বাছাই করে ৩টি ছবি এই নোটগুলোতে মুদ্রিত করা হয়। এর শুভেচ্ছা স্বরূপ লুৎফর রহমানকে বঙ্গবন্ধু ৩০০০/- টাকা প্রদান করেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তাঁকে একটি ক্যামেরাও দেয়া হয়। ১৯৬৬ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৩ বছর তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে জড়িত ছিলেন তিনি। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে স্মরনিকা প্রকাশের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের এবং বঙ্গবন্ধুর কিছু ছবির প্রয়োজন হয়। লুৎফর রহমান বেশ কিছু ছবি প্রদান করেন। এ ছাড়া শেখ হাসিনার দেয়া পুরোনো ছবিগুলোকে এডিট করেন, রিপ্রিন্ট করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে হাসিখুশী সদালাপী লুৎফর রহমান ১ পুত্র এবং তিন কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁর পুত্র মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু দেশের বিশিষ্ট আলোকচিত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এক কন্যা অস্ট্রেলিয়াতে আছেন। বাকী দু'জনকে প্রতিষ্ঠিত ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। প্রখ্যাত এই আলোকচিত্রী ২০০৬ সালে মারা যান।

লেখক প্রবীণ আলোকচিত্র শিল্পী
বাংলাদেশ বেতার

শিক্ষার্থীদের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা

২০৪১ সালের মধ্যে উদ্ভাবনী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী গুণগত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে তৈরি হচ্ছে ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা, যা শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী অনলাইন-অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করবে। এলক্ষ্যে ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স কর্তৃক ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে নিয়ে গঠিত ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স গত ০৯-১০ মার্চ সাভারে ০২ দিনব্যাপী 'ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ কর্মশালার' মাধ্যমে এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া এই মহাপরিকল্পনায় শিক্ষা কার্যক্রমকে অফলাইন ও অনলাইন উভয় মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ, ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালুকরণ, শিক্ষকদের এই সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্লেন্ডেড প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের সভাপতি ডা. দীপু মনি এমপি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উদ্ভাবনী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশের জন্য আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের প্রত্যেককে সমস্যা সমাধানে দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, "আমরা সবসময় সমস্যা নিয়েই কথা বলি, কিন্তু সমাধানের কথা কম বলি। এজন্যই শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যেন শিক্ষার্থীদের সবধরনের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের পাশাপাশি সমস্যা সমাধানে দক্ষ হয়ে 'আই-এম-দি-সলিউশন' হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।" মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমরা সকল ক্ষেত্রেই এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ, শুধুমাত্র আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা শুধু শিক্ষাব্যবস্থাকেই পরিবর্তন করবে না, পরিবর্তন করবে বাংলাদেশকে।" মহাপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়া সকল মন্ত্রণালয়ের অংশীদারিত্বের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রী এবং সচিবসহ সকল কর্মকর্তাদের কৃতজ্ঞতা জানান মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বার বলেন, ব্লেন্ডেড শিক্ষা বাস্তবায়নে কানেক্টিভিটির কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে শিক্ষা অবকাঠামোতে বিনিয়োগ জোরদার প্রয়োজন। প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের আওতায় নিয়ে আসা পাশাপাশি প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত ডিভাইসের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাশে থাকবে। মন্ত্রী আরো বলেন, মাতৃভাষায় মানসম্মত ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ২০২১ সালের ৩০ জুন ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। জাতীয় টাস্কফোর্সের অধীন ৭টি উপকমিটি (প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন) কর্তৃক মহাপরিকল্পনার খসড়া তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে ব্লেন্ডেড শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য ৫টি বিষয়ের (শিখন-শেখানো কার্যক্রম, শিখন সামগ্রী, ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন, শিক্ষকদের সক্ষমতা উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো) উপর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় টাস্কফোর্সের ৭টি উপকমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া পরিকল্পনাসমূহ একীভূত করে মহাপরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ খসড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের সভাপতি ডা. দীপু মনি'র কাছে উপস্থাপন করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর-এর পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. একিউএম শফিউল আজম এবং এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজর জনাব আনীর চৌধুরী মহাপরিকল্পনার খসড়া উপস্থাপন করেন। এছাড়া বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন কমিশন (বিটিআরসি)-এর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: নাসিম পারভেজ, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপন পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব জনাব মো: আবু বকর ছিদ্দীক-এর সভাপতিত্বে ব্লেন্ডেড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় যুক্ত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সচিব জনাব মো: আমিনুল ইসলাম খান, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ-এর সচিব জনাব মো: কামাল হোসেন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ-এর সচিব জনাব মো: খলিলুর রহমান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মো: সাজ্জাদ হোসেন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো: মশিউর রহমান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ, আন্তর্জাতিক ই-লার্নিং বিশেষজ্ঞ জনাব বদরুল হুদা খান'সহ ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স-এর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহের মহাপরিচালকবৃন্দ ও এটুআই কর্মকর্তাগণ।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পথে বাংলাদেশ: প্রেক্ষিত কুমিল্লা

মোহাম্মদ কামরুল হাসান

পৃথিবীর সূচনালগ্ন হতে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও প্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহার মানব সভ্যতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে; শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রায় এনেছে আমূল পরিবর্তন। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রথম শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যা পুরো ইউরোপে কায়িক শ্রম নির্ভরতা কমিয়ে যন্ত্র নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যুৎ শক্তির আবিষ্কার যাকে মূলত দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। মানুষের জীবন যাত্রায় সূচিত হয় অভূতপূর্ব পরিবর্তন; পরিবহন, যোগাযোগ, শিক্ষা, শিল্প ও জীবনযাত্রা গতিশীলতা লাভ করে। বিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে একবিংশ শতকের শুরুর দিকে কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ তথ্য প্রযুক্তির নানা উন্নতির ফলে পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা চলে আসে মানুষের হাতের মুঠোয় যা তৃতীয় শিল্প বিপ্লব নামে পরিচিত। উন্নয়নের অগ্রগতির পথে সর্বাধুনিক সংযোজন নানাবিধ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে পরিচিত।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা উঠলেই আমাদের কানে বেজে ওঠে- আর্টিফিশিয়াল ইনটিলিজেন্স, রোবটিক্স, প্রোগ্রামিং, থ্রিডি প্রিন্টিং, ব্লকচেইন, বায়োটেকনোলজি, ন্যানোটেকনোলজি, ইন্টারনেট অফ থিংস, জিন এডিটিং ইত্যাদি। এসব প্রযুক্তি পৃথিবীতে আমাদের জীবনযাত্রার ধরণকেই পাল্টে দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি যান্ত্রিক রোবট মানুষের বদলে রোগীর অস্ত্রোপচার করছে, এটি ব্যবহৃত হচ্ছে শিক্ষা, কৃষি, পরিবহণসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানায়; দৈনন্দিন গৃহস্থালী কার্যক্রমও সম্পন্ন করছে রোবট। জীবন্ত প্রাণিদেহে জিন পরিবর্তন করার কথা সম্ভবত আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। জার্মলাইন এডিটিং এর মাধ্যমে মানুষ ল্যাবরেটরিতে সুপারহিউম্যান তৈরী করবে এটিও আর এখন কল্পনা নয়। উল্লিখিত সকল বিষয়ই এখন সহজ স্বাভাবিক বাস্তবতা। আমরা চাই বা না চাই-এই বাস্তবতাকে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। একারণেই বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে পৃথিবী, সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ উভয়কেই প্রভাবিত করবে; তবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রযুক্তি প্রস্তুতির কারণে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাত্রার তারতম্য পরিলক্ষিত হবে। এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর এখন আমরা উদ্ভাবনী বাংলাদেশের দিকে এগোচ্ছি। ২০৪১ সালের মধ্যে যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখছি, সেটাই হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ"। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, "চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সেই সক্ষমতা আছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লক চেইন, আইওটি, ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবটিক্স, মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনের মত ক্ষেত্রগুলোতে জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ। এক সাথে উদ্ভাবনের পথে একযোগে কাজ করতে হবে, তাহলেই আমরা এগিয়ে যাব।" এ লক্ষ্যে গত ১০ বছরে সরকার তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আইটি ভিলেজ স্থাপন, হাই-টেক পার্ক স্থাপন, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব নির্মাণ, ৫জি নেটওয়ার্ক, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রযুক্তি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে উত্তরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে নেওয়া কতিপয় উদ্যোগের উদাহরণ। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়াও যে বিষয়টি প্রয়োজন তা হলো প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা। এর মাধ্যমে তৈরি হবে তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষার্থী যারা অটোমেশন, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (AI), রোবটিক্স, ইন্টারনেট অব থিংস, থ্রি-ডি ইত্যাদি বিষয়গুলো সফলভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

এই দর্শনকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা সুদক্ষ মানবসম্পদ তৈরির নিমিত্ত ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রণীত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও ব্যবহারিক প্রদর্শনী, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক সেমিনার আয়োজন ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা কর্তৃক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একাধিক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। রোবটিক্স, প্রোগ্রামিং ইত্যাদি কার্যক্রমকে জনপ্রিয় করে তুলতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ বিতরণসহ আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য কমনরুম, ওয়াশ ব্লক নির্মাণ, ডিবেট ক্লাব পুনর্গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জেলার সকল উপজেলায় উপজেলা রোবটিক্স ও প্রোগ্রামিং ক্লাব গঠন করা হয়েছে। এ ক্লাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলার শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা, মননশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ এবং রোবটিক্স ও প্রোগ্রামিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও প্রতিযোগিতার আয়োজন।

এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের লাইব্রেরিতে মাধ্যমিক পর্যায়ের সাত শতাধিক শিক্ষার্থীদের প্রথম ধাপে ৩ দিনব্যাপী প্রোগ্রামিং এর উপর মৌলিক ধারণা প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে মূল্যায়নের ভিত্তিতে ২০০ জন শিক্ষার্থীকে প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে কালেক্টরেট ফ্যাবল্যাব। অনুরূপভাবে বিভিন্ন উপজেলায় ইতোমধ্যে দুই সহস্রাধিক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রোগ্রামিং ও রোবটিক্স এর ওরিয়েন্টেশন কোর্স করানো হয়। তন্মধ্যে পাঁচ শতাধিক ছাত্র ছাত্রীকে রোবটিক্স ও প্রোগ্রামিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গতানুগতিক প্রশিক্ষণ এর বিষয়বস্তুর বাইরে রোবটিক্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ছিলো এই উদ্যোগের এক অনন্য দিক। প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে প্রথমেই কেন্দ্রীয়ভাবে দশ দিনের একটি কারিক্যুলাম তেরি করে ও পরবর্তীতে বিভিন্ন উপজেলা একইভাবে তাদের নিজস্ব কারিক্যুলাম তৈরি করে। এসব কারিক্যুলামের মেয়াদ এক সপ্তাহ থেকে শুরু করে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত। কারিক্যুলাম গঠনের পর দেশের নানা প্রান্ত হতে বিষয়ভিত্তিক রিসোর্স পারসনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থী বাছাই এর ক্ষেত্রে কোন কোন উপজেলায় স্ক্রিন টেস্টের আয়োজন করা হয়, কোন কোন উপজেলায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এসব প্রশিক্ষণের ব্যয় জেলা প্রশাসনের নিজস্ব অর্থায়নে, অথবা উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে অথবা জাইকার অর্থায়নে প্রকল্প ইউজিডিপি এর অধীনে নির্বাহ করা হয়।

প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ কোর্সে মূলত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে পরিচিতি, প্রোগ্রামার হিসেবে ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ, প্রোগ্রাম এর ধারণা, কমপ্ল্যায়ার ও ইন্টারপ্রেটার, প্রোগ্রাম কাঠামো, এলগরিদম ও ফ্লোচার্ট, সি প্রোগ্রামিং এর ধারণা, সি প্রোগ্রাম কাঠামো লাইব্রেরি, ডাটা টাইপ, ভ্যারিয়েবল, কনস্টান্ট, অপারেটর, সি প্রোগ্রাম ইনস্টল ও ব্যবহার করা, কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট, লুপস, এরে, স্ট্রিং, ফাংশন, প্রজেক্ট ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। রোবটিক্স প্রশিক্ষণ কোর্সে বেসিক সার্কিট বিল্ডিং, আর্ডিনো প্রোগ্রামিং পরিচিতি, বেসিক ফাংশন ও আর্ডিনো, এলইডি দিয়ে বেসিক প্রজেক্ট, নানা ধরণের সেন্সর এর সাথে পরিচিতি, সেন্সর এর সাহায্যে বেসিক প্রজেক্ট, আর্ডিনোর সাহায্যে মোটর ড্রাইভিং, মোটর ড্রাইভিং এর সাহায্যে বেসিক প্রজেক্ট, ব্লুটুথ মডিউল, ব্লুটুথ নিয়ে প্রজেক্ট, ফাইনাল প্রজেক্ট ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

এ কার্যক্রমকে টেকসই ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে

০১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং তাদের আওতাধীন দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) তে 4IR তথা রোবটিক্স, প্রোগ্রামিং, ফ্রিল্যান্সিং, থ্রি-ডি প্রিন্টিং, ন্যানো-টেকনোলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক যথাযথ কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন;

০২. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে পাঠ্যক্রমে রোবটিক্স, প্রোগ্রামিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষায় উৎসাহিত করা;

০৩. কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, নোটবুক ইত্যাদি কেবল নেটিং ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার না করে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখা এবং এটিকে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যাতে ভবিষ্যতে ছাত্র-ছাত্রীরা অনুরূপ ডিভাইস উদ্ভাবন ও উন্নতি সাধনে আগ্রহী হয়;

০৪. বিভিন্ন শিল্প কারখানায় অংশীদারের ভিত্তিতে পলিটেকনিক এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য রোবট নির্মাণ, মেরামত, ব্যবহার, প্রোগ্রামিং ইত্যাদি বিষয়ে ইন্টার্নশীপ ব্যবস্থা করা;

০৫. চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চালিকাশক্তি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আইওটি, ব্লকচেইন ও রোবটিক্স ইত্যাদি ব্যবহার করে সফটওয়্যার/যুতসই প্রযুক্তি তৈরি ও বাজারজাত করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা; এবং

০৬. দেশে নির্মিত ও নির্মাণাধীন হাইটেক পার্কগুলোকে তৃণমূল পর্যায়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের হাব হিসেবে কাজে লাগানো।

এসকল উদ্যোগের ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আগামীতে সফটওয়্যার, রোবটিক্স, ইথিক্যাল হ্যাকিং, মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইমেজ প্রসেসিং, ওয়েব ডেভেলপিংসহ বিভিন্ন সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে মর্মে আশা করা যায়। পড়াশোনার পাশাপাশি যদি শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিং শেখানো হয় তাহলে অল্প বয়স থেকেই তারা সি প্রোগ্রামিং, সি প্লাস, সি প্লাস প্লাস, পাইথন, জাভাস্ক্রিপ্টসহ সব ধরনের প্রোগ্রাম এর ব্যবহার শিখতে পারবে এবং প্রোগ্রামিংয়ের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তারা বিশ্বে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবে। অধিকন্তু লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। এর মাধ্যমেই অর্জিত হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সালের সুখী, সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ- প্রতিষ্ঠিত হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা।

লেখক জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা

দেশের বিভাগীয় পর্যায়ের স্টার্টআপদের উন্নয়নে সক্রিয় আইসিটি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্প

বিভাগীয় পর্যায়ে স্টার্টআপদের নিয়ে কমিউনিটি গঠন করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সারা দেশব্যাপী কাজ শুরু করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) আওতায় "উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) প্রকল্প"। উদিয়মান উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করতে এবং তাদের উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলোকে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করছে আইডিয়া প্রকল্প। উক্ত কৌশলের অংশ হিসেবে উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান "বরিশাল"-এর স্টার্টআপদের নিয়ে ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এরই আলোকে "বাংলার ভেনিস" নামে পরিচিত বরিশাল বিভাগে ৩ দিনব্যাপী "স্টার্টআপ আইডিয়েশন ইনকিউবেশন প্রোগ্রাম" আয়োজন করেছে আইডিয়া।

আইডিয়া প্রকল্পের উদ্যোগে এবং "স্টার্টআপ বরিশাল" এর সহযোগিতায় বরিশালের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (এইচএসটিটিআই) ১২ মার্চ ২০২২, শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই আয়োজনটি ১৪ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই ইনকিউবেশন প্রোগ্রামটির ফলে "স্টার্টআপ বরিশাল" এর সহযোগিতায় বরিশাল এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলার নির্বাচিত ৪০টি স্টার্টআপের ৮০ জন তরুণ বিনামূল্যে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। করোনা পরিস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১২ মার্চ ২০২২ শনিবার বরিশালের এইচএসটিটিআই অডিটরিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে এই স্টার্টআপ ইনকিউবেশন প্রোগ্রামটির

শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিসিসি এর নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) ড. মোঃ আব্দুল মান্নান পিএএ। তিনি বলেন যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আইডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে স্টার্টআপদের কল্যানে কার্যক্রম চলমান থাকবে। এই আয়োজনের মাধ্যমে বরিশাল বিভাগের উদ্যোক্তাগণ অনুপ্রাণিত হবেন বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বরিশাল জেলা প্রশাসন, স্টার্টআপ বরিশালসহ সকলকে এ ধরনের আয়োজনে সহোযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশালের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) খোন্দকার আনোয়ার হোসেন এবং আইডিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্মসচিব মো: আলতাফ হোসেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বরিশালের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জসীম উদ্দীন হায়দার।

স্টার্টআপের সফল বাস্তবায়ন, উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন আইনি সমস্যাসহ স্টার্টআপ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিয়ে এই ইনকিউবেশন প্রোগ্রামে উদ্যোক্তাদের সাথে থাকছে বিশেষ সেশন। এছাড়া, স্টার্টআপদের আর্থিক কৌশল ও বিশ্লেষণ, ব্যবসায়িক মডেল, মার্কেটিং ও বিক্রয় কৌশলসহ নানা টপিক এই স্টার্টআপ ইনকিউবেশন প্রোগ্রামে প্রশিক্ষনের বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাবে। সিলেট, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লাতে আয়োজনের পর বরিশাল অঞ্চলেও প্রোগ্রামটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করছেন আয়োজক কর্তৃপক্ষ। এ প্রশিক্ষণের মধ্য থেকে শীর্ষ স্টার্টআপগুলো 'আইডিয়া' প্রকল্প হতে ১০ লক্ষ টাকা অনুদানের জন্য আবেদন করবেন। এক্ষেত্রে অনুদান প্রদানের জন্য 'আইডিয়া' প্রকল্পের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে। সবশেষে, 'আইডিয়া' প্রকল্পের 'সিলেকশন কমিটি' কর্তৃক চূড়ান্তভাবে যোগ্য বিবেচিত স্টার্টআপ ১০ লক্ষ টাকা অনুদান গ্রহণের সুযোগ পাবেন। উল্লেখ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মদ পলক, এমপি এর তত্ত্বাবধানে আইসিটি বিভাগ স্টার্টআপদের জন্য গ্রহণ করেছে নানা উদ্যোগ। আইডিয়া প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ২৪৮টি স্টার্টআপকে ১০ লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদানের জন্য মনোনিত করা হয়েছে। আইডিয়া প্রকল্প সারাবছরই স্টার্টআপদের অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন গ্রহণ করে থাকে। তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক যেকোন উদ্ভাবনী আইডিয়া নিয়ে অনুদানের জন্য আবেদন করতে ভিজিট করতে হবে www.idea.gov.bd।

iDea, বিসিসি, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

আইসিটি
নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DoICT
DEPARTMENT OF ICT
বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
শেষ পৃষ্ঠা

ক্ষুদে-নবীন শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তির প্রতি অতি আগ্রহ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পথ দেখাবে ডিআরএমসি ইন্টারন্যাশনাল টেক কার্নিভাল ২০২২: আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

'আইসিটি ডিভিশন প্রেজেন্টস্ পেট্রোমেক্স এলপিজি ৫ম ডিআরএমসি ইন্টারন্যাশনাল টেক কার্নিভাল ২০২২' এর বর্ণিল উদ্বোধন ১৮ মার্চ ২০২২ শুক্রবার ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ। তিনদিনব্যাপী এ কার্নিভালে দেশের ২৫০টি খ্যাতনামা স্কুল, কলেজের সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ২০ মার্চ ২০২২ তারিখ রবিবার বিকেল ৩:০০টায় কার্নিভালের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি এবং সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, তথ্য প্রযুক্তির নিত্যনতুন আবিষ্কার মানব সভ্যতার উন্নয়নে যে অমূল্য অবদান রেখে চলেছে তার সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সংযোগ সাধনের জন্য ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ যে ব্যাপক পরিসরে ইন্টারন্যাশনাল টেক কার্নিভাল এর আয়োজন করেছে তা ক্ষুদে-নবীন শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তির প্রতি অতি আগ্রহ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পথ দেখাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

তিনি আরও বলেন, 'আইটি কার্নিভালে ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশের মোট ২৫০টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছে যা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। এজন্য আমি আয়োজক প্রতিষ্ঠান, সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং ইন্টারন্যাশনাল টেক কার্নিভালে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শিক্ষক ও অভিভাবকগণ পর্দার আড়ালে থেকে সময় ও উৎসাহ দিয়ে তোমাদের প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাই আমি এ সুযোগে তোমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী এবং অভিভাবকবৃন্দকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কলেজের আইসিটি বিভাগের প্রভাষক এবং কার্নিভালের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ, সরকারি-বেসরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, অভিভাবকমণ্ডলী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। নানা আয়োজনের মধ্যে ছিলো 'রোবটিক্স ও আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স' এর উপর ওয়ার্কশপ। ওয়ার্কশপের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক ডঃ আব্দুল মান্নান, পিএএ এবং কী-নোট স্পিকার ছিলেন কনফিগ ভিআর এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রুদমিলা নওশিন। 'বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টরে অর্জন' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো: বেলায়েত হোসেন তালুকদার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: রেজাউল মাকসুদ জাহেদী। 'ডিজিটাল লিটারেসি' শীর্ষক সেমিনারের প্রধান অতিথি ছিলেন ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক মো: খায়রুল আমীন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাইনুল ইসলাম। ডিজিটাল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করা এবং ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নে নবীনদের উৎসাহিত করতেই তিনদিনব্যাপী এই টেক কার্নিভাল এর আয়োজন।

৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালের আয়োজক বাংলাদেশ

আইসিটি টাওয়ার-এর বিসিসি অডিটরিয়ামে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল ঢাকার হোস্ট কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। এই আয়োজনে আরো উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম

পিএএ,আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. বিল পাউচার, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান এবং আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ড. জেফ ডোনাহু। এছাড়া, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড. মো: আব্দুল মান্নান পিএএ।

"কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা"

সুরক্ষার অর্জন

'দ্বিতীয় এইচএসবিসি বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস'-এ সুরক্ষাকে জুরি অ্যাওয়ার্ড প্রদান। এইচএসবিসি বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করা হয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ, ব্রিটিশ হাইকমিশন, এইচএসবিসি ঢাকা বাংলাদেশ এর অংশীদারিত্বে। উক্ত অ্যাওয়ার্ডস' অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং অধিদপ্তরকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (দায়িত্বে) জনাব মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী এবং তার সুরক্ষা টীম বিভাগের পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন।

প্রেক্ষাপট

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এরপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরুপ প্রভাব পড়লেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় এর হাত ধরে মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি এর অক্লান্ত পরিশ্রমে ডিজিটালি প্রস্তুত ছিল বলেই প্রযুক্তির সহায়তায় স্থবির হয়ে যায়নি বাংলাদেশের অর্থনীতি। চিকিৎসা, লেখাপড়া, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে প্রযুক্তির সহায়তায়।

২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়। ঠিক তখনই বর্ণিত টিম কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শুরু করে। পরবর্তীতে "জাতীয় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কমিটি" এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২০২০ এর ডিসেম্বর মাসে এই দলটি নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় সরকারের কোন অর্থ ব্যয় ছাড়াই কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" প্রস্তুত করে।

২০২১ সালের ২৫শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে সিস্টেমটি ব্যবহার এর জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং ২৭শে জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ৭ই ফেব্রুয়ারি হতে এই সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ ব্যাপী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়।

"সুরক্ষা" কার্যক্রম

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তেরি করা হয়। এই সিস্টেমের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণকারী সকল নাগরিকের একটি সচ্ছ ডাটাবেজ প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। পরবর্তীতে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান এই ডাটাবেজ থেকে পাওয়া সম্ভব হবে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে একজন নাগরিকের ভ্যাকসিনের জন্য নিবন্ধন, টিকা কার্ড সংগ্রহ, ভ্যাকসিন গ্রহণের তথ্য সংরক্ষণ এবং চূড়ান্তভাবে ভ্যাকসিন সনদ গ্রহণ করতে পারে যা পরবর্তীতে বিদেশ ভ্রমণে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে সুরক্ষা সিস্টেমে ১২ বছর বা তদুর্ধ বয়সী শিক্ষার্থী এবং ১৮ বছর বা তদুর্ধ বয়সী সকল নাগরিক ভ্যাকসিনের জন্য নিবন্ধন করতে পারছে। পর্যায়ক্রমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এর জন্য যোগ্য সকল নাগরিককে নিবন্ধনের আওতায় এনে ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ভ্যাকসিনের জন্য যোগ্য বাংলাদেশের প্রায় সকল নাগরিক সুরক্ষা সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশি সকল নাগরিক, ১২ বছর ও তদূর্ধ্ব ছাত্র/ছাত্রী, প্রতিবন্ধী নাগরিক, বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মী, বিদেশগামী বাংলাদেশি ছাত্র/ছাত্রী এবং বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিক সহ সকল শ্রেণী-পেশার নাগরিক নিবন্ধন এবং ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রানালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সুরক্ষা সিস্টেম ব্যবহার চলমান রয়েছে। বর্তমানে সুরক্ষা সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল নাগরিকদের Booster ডোজ প্রদান চলমান রয়েছে। ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব এবং দ্বিতীয় ডোজ সম্পন্ন হওয়ার ৪ মাস অতিবাহিত হলেই টিকা প্রদান কেন্দ্র হতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে শিডিউল ও SMS এর মাধ্যমে booster ডোজ টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ

- Vaccine Passport/ Immune Passport/ Health Passport অন্তর্ভুক্ত করার প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে যা International Air Transport Association (IATA) এবং World Health Organization (WHO) এর অনুমোদনের ভিত্তিতে পরবর্তীতে সংযোজন করা সম্ভব হবে।
- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় রূপান্তর থাকার কারণে এটি অতি সহজেই বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশ ব্যবহার করতে পারবে।
- অন্যান্য দেশের আগ্রহের ভিত্তিতে এই সিস্টেমটি ব্যবহারের জন্য প্রদান করা যেতে পারে।
- ইতোমধ্যে UNDP এর অংশীদারী দেশসমূহের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত দেশসমূহ সিস্টেমটি সম্পর্কে তাদের ইতিবাচক মন্তব্য প্রদান করেন এবং এটি ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করেন।
- বাংলাদেশের সকল ধরনের টিকা কার্যক্রম (বিশেষ করে ইপিআই এর টিকা কার্যক্রম) এই সিস্টেমের মাধ্যমে সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনাপূর্বক পরিচালনা করা সম্ভব হবে।
- ভবিষ্যতে এই সিস্টেমে বিভিন্ন Frontier Technology ব্যবহারের মাধ্যমে আরও উন্নয়ন করা হবে।

সুরক্ষা বাস্তবায়নে সৃষ্ট প্রভাব / পরিবর্তন

- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" প্ল্যাটফর্মটি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আকাঙ্খা অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।
- সুরক্ষা- নাগরিক সেবা সহজিকরণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এর জন্য যোগ্য বাংলাদেশী নাগরিকদের একটি সুষ্ঠু সিস্টেমে তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অত্যন্ত সহজভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম করা সম্ভব হচ্ছে।
- দেশের প্রেক্ষাপটে সুরক্ষা সিস্টেম স্বল্প সময় ও রিসোর্স ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মাইলফলক অর্জন করেছে।
- সুরক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে কোভিড-১৯ টিকাদানের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে, অধিকাংশ খাত তার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে এসেছে।
- চাকুরী হারানো কর্মীরা তাদের কাজে ফিরে যাচ্ছে, শিক্ষার্থীরা তাদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাচ্ছে। গার্মেন্টস কর্মীদের টিকা দেওয়ার মাধ্যমে, আমাদের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক উৎস দ্রুত স্থিতিশীল হয়েছে।
- অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের বিদেশী কাজে যোগদান করে বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান রাখতে শুরু করেছে। বিশাল জনসংখ্যার উপর গণ টিকা আশ্চর্যজনক ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতি পূরণ করেছে। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" বাল্যবিবাহ এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য কমাতে ব্যপক ভূমিকা রেখেছে।

সুরক্ষার সম্প্রসারন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য এবং সিস্টেমটি customizable. বিভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিনিয়ত সিস্টেমটি পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে উদ্যোগটি দেশে এবং বিদেশে বিপুল সুনাম অর্জন করেছে। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় রূপান্তর থাকার কারণে এটি অতি সহজেই বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশ ব্যবহার করতে পারবে। অন্যান্য দেশের আগ্রহের ভিত্তিতে এই সিস্টেমটি ব্যবহারের জন্য প্রদান করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশের সকল ধরনের টিকা কার্যক্রম এই সিস্টেমের মাধ্যমে সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনাপূর্বক পরিচালনা করা সম্ভব হবে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের EPI প্রোগ্রাম এর সকল কার্যক্রম সুরক্ষা সম্প্রসারনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব।

আইসিটি নিউজলেটার (বাংলা) **প্রকাশক** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, আইসিটি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
সম্পাদক মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (মহাপরিচালক দায়িত্বে) ও সেলিম রেজা সেন্টু **নির্বাহী সম্পাদক** মোহাম্মদ আবুল হাশেম **প্রচার সম্পাদক** মো: ফিরোজ সরকার **যোগাযোগ** আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
ডিজাইন ও মুদ্রণ শকুন্তলা মুঠোফোন ০১৭১৩ ৮২২ ১০২ ই মেইল shakuntala.bangladesh@gmail.com